অজ্ঞান অবস্থায়ও অধ্যাপক গোলাম আযম এর প্রতি কর্তৃপক্ষের নির্যাতন অব্যাহত

-মিসেস আফিফা আযম

গত সাড়ে দশ মাস থেকে ৯০ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক গোলাম আযম এর উপর কর্তৃপক্ষ যেরূপ অমানবিক আচরন ও মানসিক নির্যাতন করছেন তা যে কোন মানদণ্ডে অগ্রহণযোগ্য। আমাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সাধারণ পুলিশ, কারারক্ষী ও নিম্নপদস্থ পুলিশ/ কারা কর্মকর্তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ একটি সভ্য দেশে কি করে সম্ভব তা বোধগম্য নয়। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আমার স্বামী, অধ্যাপক গোলাম আযম, ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। আমার ছেলে ব্রিঃ জেনারেল (সাবেক) আযমী ট্রাইব্যুনালের সিড়ি থেকে হঠাৎ দেখতে পায় যে আমার স্বামী চেয়ারে বসা অবস্থায় উনার মাথা এবং হাত দুটো অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে আছে এবং উনার দাঁতের পাটি এবং চশমা উনার কোলের উপর পড়ে আছে। হাজতখানার সামনে দায়িত্বরত ৮/১০ জন পুলিশ কি ধরনের দায়িত্ব পালন করে তা বোধগম্য নয়। নইলে এই বৃদ্ধ লোকটি এভাবে অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং তারা কেউই খেয়াল করতে পারলো না তা কি করে সম্ভব!? দায়িত্ব পালনে এ ধরনের গাফলতি ক্ষমার অযোগ্য। আমার ছেলে তার বাবাকে ঐ অবস্থায় দেখে শংকিত হয়ে ডিউটিরত পুলিশকে অনুরোধ করে আমার স্বামীকে ডেকে উঠানোর জন্য। কিন্তু তারা নির্বিকার থাকে। এই অবস্থায় আমার ছেলে নিজে ভিতরে গিয়ে উনার অবস্থা দেখার অনুমতি চাইলে সাধারণ কনষ্টেবলরা পর্যন্ত অশালীন ও অশোভন আচরণ করে। ততক্ষণে হাজতখানার ভিতরে অপেক্ষমান বিচারধীণ অপর তিন রাজনৈতিক নেতা সহ বাইরে অপেক্ষমান উকীল, আমার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পরিবারের সদস্যগণ সহ অনেক মানুষের হৈ চৈ শুরু হলে এক পর্যায়ে কর্তব্যরত পুলিশ আমার ছেলে ও তার স্ত্রী সহ আমাকে হাজতখানায় প্রবেশের অনুমতি দেয়। আমরা সকলে মিলে অনেক ডাকডাকি ও ধাক্কাধাক্কি করার পরও আমার স্বামীর কোন সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ উনাকে হাসপাতালে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এই অবস্থায় আর কিছুক্ষণ থাকলে উনি বেঁচে থাকতেন কি না তা চিন্তা করে আমরা উনার জীবন নিয়ে শংকিত। হাসপাতালের (বিএসএমএমইউ) কার্ডিয়ার্ক ইমার্জেন্সীতে অধ্যাপক আব্দুলাহ উনাকে দেখেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ দেন উনাকে শীঘ্র যা খেতে চান/ পারেন তাই খাওয়াতে। তিনি আরও বলেন যে, কার্ডিয়াক ও নিউরোলজী'র ডাক্তার আমার স্বামীকে পরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনে আমার স্বামীকে সিসিইউ'তে রাখা হবে। আমরা আমার অসুস্থ স্বামীকে খাওয়ানোর

এক পর্যায়ে জেল পুলিশের এক হাবিলদার অত্যন্ত উদ্ধত এবং আক্রমণাত্মক ভংগীতে এবং অশালীন ভাষায় আমার ছেলেকে চিৎকার করে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়। এই অবস্থায় আমার ছেলে নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে সংযত আচরণ করতে অনুরোধ করে এবং ডাক্তার কর্তৃক খাওয়ানোর নির্দেশের কথা বলে। তখন ঐ হাবিলদার আরও জোরে চিৎকার করে "আপনি প্রেসিডেন্ট হন আর যেই হন, আপনারা সবাই বের হন" বলে এবং অত্যন্ত মারমুখী হয়ে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করে। সে সময়ে আমার অসুস্থ স্বামীকে খাওয়ানো বন্ধ করে আমরা ঐ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর সিনিয়র জেল সুপার এ সময় ঐ কক্ষের বাইরে থাকলেও তিনিও ছিলেন নির্বিকার। এর কিছু সময় পর কার্ডিয়াক ডাক্তার আমার অসুস্থ স্বামীকে দেখে যাওয়ার পরপরই নিউরোলজী'র ডাক্তারের পরীক্ষা ছাড়াই উনাকে এক প্রকার জোর করেই প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হয়।

আমরা ভেবে পাই না যে, এ দেশের সাধারণ পুলিশ, কারারক্ষী ও নিম্নপদস্থ পুলিশ/ কারা কর্মকর্তাগণ এত স্পর্ধা পায় কোথায়? উপরস্থ কর্মকর্তা বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, ইঙ্গিত বা অনুমোদন ছাড়া এরূপ আচরন করা কখনোই সম্ভবপর নয়। ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ এই ব্যক্তিটিকে এভাবে নির্যাতন করে তারা সকলে এক পৈশাচিক আনন্দ লাভ করছে বলে প্রতীয়মান হয়। ন্যায় বিচার হলে অধ্যাপক গোলাম আযম এর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক প্রমাণিত হবার আশংকায় আমার স্বামীকে আটক রেখে, অবহেলা ও অযত্ন করে এবং সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে আমাদের আশংকা হচ্ছে। আমরা আলাহ্‌র কালামের প্রতি বিশ্বাস রাখি। তাই আলাহ্‌র সাহায্য থেকে আমরা নিরাশ নই। আলাহ্‌ সকল যালিমদের সত্ত্বর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে উচিৎ শিক্ষা দান করুন, এই প্রার্থনা করছি। দেশবাসীর নিকটও এই দো'আ করার জন্য অনুরোধ করছি।

তারিখঃ ২৬ নভেম্বর ২০১২

সৈয়দা আফিফা আযম
স্বামীঃ অধ্যাপক গোলাম আযম